সিপিএম-এর হিংস্র আক্রমণে বিপন্ন নন্দীগ্রামের পাশে দাঁড়ান

এস ইউ সি আই-এর আহ্বান

বন্ধুগণ,

নন্দীগ্রামের মাটি আবারও রক্তাক্ত, আবারও গণহত্যার আশঙ্কায় জনগণ সন্ত্রস্ত, বিপন্নদের রিলিফ দিতে আসা শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরাও আক্রান্ত। সশস্ত্র ক্রিমিন্যাল ও পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে এত তাজা প্রাণ খুন করে, এত মানুষের রক্ত ঝরিয়ে, এত মা-বোনকে ধর্ষণ করিয়ে নৃশংস অত্যাচারী সিপিএম নেতৃত্বের আক্রোশ এখনও মেটেনি। তাই নন্দীগ্রামের সীমান্ত খেজুরীতে সশস্ত্র ক্রিমিন্যাল বাহিনী মজুত রেখে ক্রমাগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে, চালিয়ে যাচ্ছে ব্যাপক বোমা ও গুলি বর্ষণ। নন্দীগ্রামের যে দিনমজুররা গতরে খেটে একটু রোজগারের জন্য এবং গরীব চাষীরা শাক সব্জি বিক্রি করে কোনরকমে দিন গুজরানোর জন্য প্রতিদিন হলদিয়ায় যেত, নদী পথে ফেরি সার্ভিস বন্ধ রেখে তাদেরও শায়েস্তা করছে। এভাবে সশস্ত্র আক্রমণ ও অর্থনৈতিক অবরোধ চালিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব ঘোষিত 'নন্দীগ্রামের জনগণের লাইফ হেল করার' বা নরক যন্ত্রনা দেওয়ার স্কীম চালিয়ে যাচ্ছে। নন্দীগ্রামের সংগ্রামী জনগণের প্রবল প্রতিরোধের ফলে এবং এ রাজ্যে ও দেশে-বিদেশে তীব্র নিন্দিত ও ধীক্কৃত হয়ে পরাজয় স্বীকার করে সিপিএমকে বলতে হয়েছে, 'নন্দীগ্রামের জমি দখল করা হবে না'। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে! তাই নন্দীগ্রামবাসীকে হাতে ও ভাতে মেরে, ক্রমাগত সন্ত্রাস চালিয়ে তাদের জীবন অতিষ্ট করে তুলতে হবে, মনোবল এমন ভেঙে দিতে হবে যাতে তারা শেষ পর্যন্ত মাথা নিচু করে 'স্বেচ্ছায়' সরকারকে জমি দিয়ে দেয়। সিপিএম নেতৃত্বকে মন্ত্রিত্ব অর্থাৎ পলিটিক্যাল ম্যানেজারি বজায় রাখার জন্য মার্কসবাদ ও বামপন্থাকে বিসর্জন দিয়ে আজ যে কোনও মূল্যে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের কাছে আনুগত্য, একনিষ্ঠতা ও দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে সিপিএম সাফল্যও অর্জন করেছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা, সাম্রাজ্যবাদী মাল্টিন্যাশানালরা, খোদ মার্কিন রাষ্টপতির প্রতিনিধিরা সন্তুষ্ট হয়ে সিপিএম সরকারকে ভূয়সী প্রশংসা করেছে, দরাজ হাতে সার্টিফিকেট দিয়েছে।

এত অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ হলো, অথচ এতদিনে শাস্তি দেওয়া ত দূরের কথা কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হলো না, কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো না। রহস্যজনকভাবে সিবিআই তদন্ত রিপোর্ট বেশ কিছু দিন লোকচক্ষুর অন্তরালে আদালতে ফাইল বন্দী থেকে গেল। সরকারী হাসপাতালে আহত ও ধর্ষিতারা শাসক দলের নির্দেশে সুচিকিৎসার বদলে পেল চূড়ান্ত অবহেলা, অপমান ও অমানবিক আচরণ। এমনকি বুলেট ইনজুরি ও ধর্ষনের ঘটনা রেকর্ড করানো গেল না। ইউ পি এ জোটে সিপিএম-এর সঙ্গি কংগ্রেস শাসিত হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে পুলিশী নৃশংসতায় অত্যাচারিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, এনডিএ জোটে তৃণমূলের সঙ্গি বিজেপি শাসিত ওড়িশায় কলিঙ্গনগরে কৃষিজমি রক্ষায় আন্দোলনকারী পুলিশী গুলিবর্ষণে নিহত আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছে, বিজেপি শাসিত গুজরাটে সংখ্যালঘুদের গণহত্যায় যা ঘটেছে, নন্দীগ্রামেও তাই ঘটতে চলেছে। এইভাবেই এদেশে বহু বিঘোষিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 'আইনের শাসন', 'প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা', 'ন্যায় বিচার', 'মানবাধিকার রক্ষা' ইত্যাদির জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আর প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীরা, রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালরা, সরকারী ও 'দায়িত্বশীল' বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা যথারীতি ১৫ই আগষ্ট ও ২৬ শে জানুয়ারিতে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বৃহৎ 'গণতান্ত্রিক' দেশের 'গণতন্ত্রের মাহাত্ম' প্রচার করে যাচ্ছে।

৮ই জানুয়ারী ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ১। খেজুরী থেকে নন্দীগ্রামে সশস্ত্র হামলা বন্ধ করতে হবে, ২। সিপিএম-এর সশস্ত্র ক্রিমিন্যাল বাহিনী তুলে নেওয়া হবে, ৩। সিপিএম-এর ক্যাম্পগুলিকে সীমান্ত থেকে ৫ কিমি দূরে সরিয়ে নেওয়া হবে, ৪। হলদিয়ার দিকে ফেরি সার্ভিস চালু রাখা হবে ৫। নন্দীগ্রামের অধিবাসীরাই রাস্তা-ব্রীজ সারাই করে দেবে, ৬। খুন ও ধর্ষণে অভিযুক্ত সিপিএম-এর যেসব ক্রিমিন্যাল জনরোষের ভয়ে এলাকা ছেড়ে সপরিবারে পালিয়ে গেছে তাদের মধ্যে অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং পরিবারের বাকিরা বিনা বাধায় ও নিরাপদে বাড়ীতে ফিরে আসবে, খেজুরী থেকে সিপিএম কর্তৃক বিতাড়িতরাও ফিরে যাবে, ৭। আন্দোলনকারীদের উপর জারি করা মিথ্যা মামলা প্রতাহার করা হবে। এর কোনটাই কার্যকরী না করে সিপিএম ও রাজ্য সরকার আবার সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিচ্ছে। লাগাতার সশস্ত্র হামলা চালিয়ে চূড়ান্ত অশান্তি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে। 'নন্দীগ্রামে ভুল করেছি', 'সমস্ত দায় স্বীকার করছি' অতি নাটকীয় ঢংয়ে বারবার মুখ্যমন্ত্রী এসব ভড়ং করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য পরিস্কার! ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বিপন্ন নন্দীগ্রামের সিপিএম-এর আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য আবারও আন্দোলনের রাস্তায় নামতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে অসচেতন রেখে, ষড়যন্ত্র করে

ও সংবাদমাধ্যমের প্রচারের জোরে ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং-নেতাজীদের বিপ্লবী ধারাকে সামনে আসতে না দিয়ে বৃহৎ পুঁজিপতিদের ব্যাকিংয়ে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব যেমন ক্ষমতা দখল করেছিল, যেমন একইভাবে এরাজ্যে কংগ্রেস বিরোধী গণবিক্ষোভকে পুঁজি করে মার্কসবাদ বর্জিত ভোট সর্বস্ব সিপি এম মন্ত্রীত্বের গদী দখল করেছে, তেমনই বর্তমানে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণবিক্ষোভ ও জনগণের নানা ক্ষোভকে ব্যবহার করে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলি তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি-রা গদি দখলের রাজনীতি করছে। জনগণের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করে পঞ্চায়েত ভোটে 'একের বিরুদ্ধে একের' আওয়াজ তুলেছে। জনগণের স্বার্থে 'একের বিরুদ্ধে একের' যথার্থ অর্থ হচ্ছে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিত। অর্থাৎ একপক্ষ শোষকশ্রেণী দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, অপরপক্ষ শোষিত শ্রমিকশ্রেণী, গরিব কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনগণ। পরস্পর বিরোধী এই দুই শ্রেণী স্বার্থে কোন্ দল কাজ করছে সংবাদ মাধ্যমের খবর দেখে নয়, জনগণকে নিজের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝতে হবে। দেখতে হবে কোন্ দল গরম গরম বিবৃতি, বৃহৎ সমাবেশ, পদযাত্রা, অনশন, সংবাদ মাধ্যমের রং চংয়ে প্রচারের জৌলুষ এসব করেই আন্দোলনের মহড়া দিচ্ছে, আর অন্যদিকে শিল্পপতিদের সাথে বৈঠক করছে, বারবার তাদের আশ্বস্ত করছে, ভরসা দিচ্ছে, জনগণের মূল শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদীদের আড়াল করে গোটা বিক্ষোভ শুধুমাত্র সরকারী দলের বিরুদ্ধে চালিত করছে যাতে আগামী ভোটে মন্ত্রীত্বের গদি পাওয়া যায়, যেমন অন্যান্য রাজ্যে ও কেন্দ্রে কংগ্রেস এবং বিজেপি পরস্পরের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগাচ্ছে। দেখতে হবে আর কোন দল নিছক ভোটের লক্ষ্যে নয়, গণআন্দোলনের দাবী আদায় এবং গণআন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদ বিরোধী লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে চালিত করছে, পূঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। দেখতে হবে, কোন দল জনগণকে অন্ধ ও অজ্ঞ রেখে নেতা নেত্রীদের উপর মুখাপেক্ষী করে সচেতন, সংঘবদ্ধ সংগ্রামের পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত বিক্ষোভকে ভোটে ব্যবহার করছে, আর কোন্ দল জনগণকে রাজনৈতিক সচেতন করে উন্নত নৈতিকতার আধারে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল, স্থায়ী আন্দোলনের হাতিয়ার গণকমিটি নিচুতলা থেকে গড়ে তুলছে এবং সৎ, সাহসী যুবক-যুবতীদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলছে। দেখতে হবে কোন্ দলের কর্মীরা বারবার মার খেয়ে, বুকের রক্ত ঢেলে জীবন দিয়ে লড়ে যাচ্ছে, এসব জনগণকে বিচার করতে হবে। না হলে আবারও পস্তাতে হবে, আবারও বলতে হবে 'যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।'

দেশের অন্যান্য রাজ্যের মত এ রাজ্যেও মন্ত্রীদের বক্তৃতায় 'শিল্পায়নের' জিগীর তুলেছে। অথচ এ রাজ্যে ৫৬ হাজারের অধিক কলকারখানা বন্ধ, ১৭ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী কর্মচ্যুত, ২ কোটির অধিক বেকার-অর্ধবেকার, নারীপাচার ও শিশুপাচারে এ রাজ্য দেশের শীর্ষস্থানে, শিক্ষা বিস্তারে ১৯তম স্থানে, স্কুলে ড্রপ আউটের সংখ্যা ৮৩ শতাংশ, চিকিৎসার অব্যবস্থায় ও শিশু মৃত্যুতে ২য় স্থানে, রাজনৈতিক খুনে ১ম স্থানে, নারী ধর্ষণে ২য় স্থানে; প্রশাসনিক দুর্নীতিতে, মিথ্যা বিচারের প্রহসনে, লক-আপ খুনে এ রাজ্য যথেষ্ট এগিয়ে। অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুতে, অভাবের তাড়নায় ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণের ফাঁসে জড়িয়ে আত্মহত্যাতে এ রাজ্য যথেষ্ট এগিয়ে। উত্তরবঙ্গে ১৬ টি চা বাগান বন্ধ, বাকিগুলিতেও চলছে চরম শোষণ, আড়াই হাজারের ওপর অনাহারে-বিনা চিকিৎসায়-আত্মহত্যায় মারা গেছে। অন্যদিকে পুঁজিপতি-ব্যবসায়ী-ধনীদের জন্য শহরগুলিতে বহুতল এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ি, দামী হোটেল, শপিং মল, মদের দোকান, দামী নার্সিংহোম, গলফ মাঠ, ঝকঝকে রাস্তা, ফ্লাইওভার, চকচকে গাড়ি, নূতন নূতন নগরী, কৃষিজমি দখল করে আবাসন ব্যবসা, কৃষক-শ্রমিকের নয়া শোষণ ক্ষেত্র 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' (সেজ) ইত্যাদি হচ্ছে। এভাবেই 'উন্নয়নের রথ' এগিয়ে চলেছে। এ রাজ্যে মালিকরা গত ৩বছরে ১১০৬ বার লক-আউট করেছে। আর শ্রমিকরা মাত্র ৬২ বার ধর্মঘট করেছে। অথচ শ্রমিকদেরই উৎপাদন ব্যহত করার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। এ রাজ্যে শ্রম আইন লঙঘন করে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, কম মজুরিতে অস্থায়ী শ্রমিক, কন্ট্রাক্ট লেবার নিয়োগ করা হচ্ছে, শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ই এস আই-এর টাকা মালিকরা মেরে দিচ্ছে। ৬ মাস ধরে হুগলির গ্যাঞ্জেস জুট মিলে ৩৫০০ শ্রমিক ধর্মঘট করছে, আইনসঙ্গত, ন্যায্য, ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে নির্ধারিত দৈনিক ১৫৩ টাকা মজুরির বদলে দেওয়া হচ্ছে ৭৩ টাকা, ফুল টাইম কাজ করানো একজন শ্রমিককে দেখানো হচ্ছে এ্যাপ্রেন্টিস। দীর্ঘদিন অভুক্ত থেকেও গ্যাঞ্জেস জুট মিলের শ্রমিকরা বীরের মত লড়াই করে শ্রমিক আন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। হিন্দমোটর কারখানার শ্রমিকরাও দীর্ঘদিন আইনসঙ্গত মহার্ঘভাতা থেকে বঞ্চিত থেকে প্রাপ্য বেতন নিয়মিত না পেয়ে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালাচ্ছেন। এই লড়াইগুলিতে সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি পরিচালিত ইউনিয়নগুলি যথারীতি মালিক পক্ষের দালালি করে যাচ্ছে। দুই জায়গাতেই ধর্মঘট ভাঙার জন্য শুধু পুলিশই নয়, সিপিএম-এর ক্রিমিন্যালরাও শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডানলপের বন্ধ কারখানার বেশ কিছুদিন আগে খোলালেন কিন্তু শ্রমিকরা না পেল বকেয়া বেতন, না পেল ঘোষণা অনুযায়ী কাজ। আজ কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার ও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ত হবে।

অন্যদিকে এ রাজ্যে সিপিএম কর্তৃক এস ইউ সি আই কর্মী খুন বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে কুলতলীতে ৬ই এপ্রিল কমরেড

সুনীল নস্কর ও ২৮শে এপ্রিল কমরেড শহর আলী ঢালিকে খুন করা হয়েছে। এ নিয়ে আমাদের দলের ১৫১ জন নেতা কর্মীকে সিপিএম খুন করলো। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ইতিমধ্যে কুলতলি কেন্দ্রের ৯বার বিজয়ী কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ ২৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড করিয়েছে। আরও ১০০৮ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মার্ডার কেস চলছে। এ রাজ্যে সিপিএম বিরোধী অন্য কোন দলের এত কর্মী খুন হয়নি ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে না। কিছু সংবাদ মাধ্যম উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভোটের আগে 'দুই দলের রাজনৈতিক জমি দখলের লড়াই বলে চিহ্নিত করতে চাইলেও বাস্তবে এই হচ্ছে দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে সিপিএম কর্তৃক রাজ্যের গণআন্দোলনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য শক্তি মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত একমাত্র সর্বহারার বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই কে নিশ্চিহ্ন করার সুপরিকল্পিত আক্রমণ। সিপিএম নেতৃত্ব ভুলতে পারছে না ১৯৭৭ সাল থেকে একমাত্র এস ইউ সি আই দলের কর্মীরাই শহরের রাজপথে লাঠি-গুলি খেয়ে বুকের রক্ত ঢেলে একটানা আন্দোলন করে যাচ্ছে, এই দলের আন্দোলনের চাপেই প্রাইমারিতে ইংরেজি পুনরায় চালু করতে বাধ্য হয়েছে, ওদের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে এই দলের কর্মীদের পরিশ্রমে আয়োজিত বেসরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ ছাত্র পরীক্ষা দিচ্ছে যা ভারতবর্ষে এক অভিনব আন্দোলন। এই দলের আন্দোলনেই বারবার বিদ্যুতের দাম-হাসপাতালের চার্জ-ছাত্রদের বর্ধিত বেতন কিছুটা হলেও কমাতে হয়েছে। এই দলের আন্দোলনের ফলেই বহু জেলায় পুলিশ বাধ্য হয়েছে সিপিএম আশ্রিত চক্র কর্তৃক পাচার হওয়া নারীকে উদ্ধার করে আনতে, চটকলে শ্রমিক বিরোধী কালা চুক্তি লাগু করাতে পারেনি। এই দলের শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলনের চাপেই চা বাগানের ছাঁটাই শ্রমিকদের ভাতা দিতে বাধ্য হয়েছে, বিড়ি শ্রমিকদের প্রাপ্য বিড়ি মালিকের আত্মসাৎ করা প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মুখ্যমন্ত্রীর বন্ধু বিড়ি মালিক ফেরৎ দিতে বাধ্য হয়েছে। এ ছাড়াও রাজ্য স্তরে, জেলায় জেলায়, এলাকাগুলিতে কৃষক-ক্ষেতমজুর, শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক, মহিলা, ছাত্র-যুবকদের নানা দাবীতে এই দল অসংখ্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। মদের দোকান বৃদ্ধি ও স্কুল স্তরে যৌন শিক্ষা চালুর বিরুদ্ধেও লড়ে যাচ্ছে।

সর্বোপরি সিপিএম নেতৃত্ব জানে সিঙ্গুরে ও নন্দীগ্রামের আন্দোলনে এস ইউ সি আই না থাকলে, এই দলের উদ্যোগে গণকমিটি গঠন ও ভলান্টিয়ার বাহিনী না গড়ে উঠলে আন্দোলন এতদিন স্থায়ী হত না, এতটা শক্তিশালী হত না। যদিও লড়ছে জনগণই। এইসব কারণে জনগণ এস ইউ সি আই কেই একমাত্র আন্দোলনের শক্তি রূপে গণ্য করছে, এই দলকেই মদত করছে, এমনকি সিপিএম-এর সৎ কর্মী-সমর্থকরাও এই দলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, এগুলিও সিপিএম নেতৃত্ব দেখছে। ওরা জানে অন্য দক্ষিণপন্থী দলগুলি ভোটের দল, কিন্তু এস ইউ সি আই একমাত্র গণআন্দোলনের শক্তি। তাই ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে এস ইউ সি আইকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযানে নেমেছে। তাই এত খুন, এত মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো। কিন্তু এত করেও কি সিপিএম গণআন্দোলনের গতি রোধ করতে পারবে, বিপ্লবী দলের অগ্রগতি রুখতে পারবে? তার জবাব দেবে জনগণই।

এই অবস্থায় আমরা নিম্নলিখিত দাবিতে এক আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়েছি—

১। নন্দীগ্রামে হামলা বন্ধ করতে হবে, ক্রিমিন্যালদের এলাকা থেকে অপসারণ করতে হবে। খুনী ও ধর্ষনকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে, নিহত ও আহতদের পরিজনদের যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২। সিঙ্গুরে দখল করা জমি ফেরৎ দিতে হবে, রাজ্যে কোথাও কৃষিজমি দখল করা চলবে না, 'সেজ স্কীম' বাতিল করতে হবে, অকৃষি জমিতে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করে শিল্প স্থাপন করতে হবে।

৩। বন্ধ কারখানা ও চা বাগান খুলে ছাঁটাই শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনরায় চাকুরি দিতে হবে। গ্যাঞ্জেস জুট মিলের ও হিন্দ মোটর কারখানার শ্রমিকদের বিধি সম্মত মজুরি ও মহার্ঘভাতা দিয়ে মীমাংসা করতে হবে।

৪। এস ইউ সি আই কর্মীদের খুন করা বন্ধ করতে হবে এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

উপরোক্ত দাবিতে (ক) ৩রা মে রাজ্যের সর্বত্র বেলা ৪টা থেকে ৪-৩০মিঃ পর্যন্ত পথ অবরোধ, (খ) ৪ঠা মে থেকে ১১ই মে পর্যন্ত বিক্ষোভ সভা ও মিছিল, (গ) ১২ই মে থেকে আইন অমান্যের কর্মসূচী কার্যকরী করা হবে।

আশা করি পূর্বের মত এই আন্দোলনের কর্মসূচীগুলিতেও জনগণ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

বৈপ্লবিক অভিনন্দন সহ

প্রভাস ঘোষ
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি
এস ইউ সি আই